ঝিনাইদহ মৌচিক কর্মকর্তা- কর্মচারীদের ৩ দফা দাবিতে মানববন্ধন

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলোকে লাভজনক ও যুগোপযোগী করতে চিনি শিল্পের কৃষি বিভাগকে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভূক্তসহ ৩ দফা দাবিতেঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে কালীগঞ্জের মোবারকগঞ্জ চিনিকলের সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে চিনিকলের শ্রমিক-কর্মচারীরা। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে চিনিকলের কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ অন্যান্যরা অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে চিনিকলের ব্যবস্থাপক গৌতম কুমার মন্ডল, তানজিমুল ইসলাম, ইক্ষু উন্নয়ন সহকারী আব্দুল হাই সিদ্দিকী, চিনিকলের সিআইসি সদস্য ইমরান পারভেজ, সেন্টার গার্ড কাম স্কেলম্যান আব্দুল লতিফসহ অন্যান্যারা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা চিনি শিল্পের কৃষি বিভাগকে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভূক্ত, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনকে কৃষি মন্ত্রনালয়ের অন্তর্ভূক্ত ও ইক্ষু সম্প্রসারণ উইং গঠনের দাবী জানান।

ঝিনাইদহে ১০ গ্রেডে বেতনের দাবীতে ডিপ্লোমা সার্ভেয়ারদের কর্মবিরতি

১০ম গ্রেডে বেতনের দাবীতে কর্মবিরতি ও অবস্থান ধর্মঘট পালন করেছেন বৈষম্যবিরোধী সার্ভে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ছাত্র-

পেশাজীবী অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ। আজ বৃহস্পতিবার (৩ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মবিরতি পালন করেন তারা।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, ১০ গ্রেডে বেতনের দাবীতে ৬৪ জেলার সকল ডিপ্লোমা সার্ভেয়াররা কর্মবিরতি ও অবস্থান ধর্মঘট পালন করছেন বৈষম্যবিরোধী সার্ভে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ছাত্র-পেশাজীবী অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ।

এর ধারাবাহিকতায় ঝিনাইদহের বৈষম্যবিরোধী সার্ভে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ছাত্র-পেশাজীবী অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদও কর্মসুচী পালন করেন। আজ সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত ৩ য় দিনের মতো ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মবিরতি পালন করেন তারা।

আন্দোলনকারীরা বলেন, উচ্চ আদালতের আদেশ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ এবং গেজেটের আলোকে সার্ভে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের পদটিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদায় উন্নীত করে ১০ম গ্রেডে বেতন বাস্তবায়নের দাবী তাদের। এ দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন কর্মসুচী থেকে।

কর্মসূচিতে ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত সার্ভেয়ার আ: রহিম, কোটচাঁদপুর ভূমি অফিসের মরতুজ আলী, মনিরুল হক, উন্নয়ন বোর্ডের সার্ভেয়ার আ: বাতেন, এলজিইডির সার্ভেয়ার আতিকুর রহমান, সড়ক বিভাগের সার্ভেয়ার সোহেল রানা, সার্ভয়ার ইজাজুল ইসলাম, নাজমুল হাসান সোহেল, রিয়াজুল ইসলাম, সাজ্জাদ হোসাইন শুভ, সজিব আহমেদ, পানিখাইরুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল মামুন।

গেল ১ অক্টোবর থেকে আন্দোলনকারী এ কর্মসুচী পালন করে আসছেন। একই দাবীতে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলায় এ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

দর্শনায় কেরুজ শ্রমিকদের মানববন্ধন

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) রাষ্ট্রয়ত্ত চিনিকল সমৃহকে যুগোপযোগী করতে চিনি শিল্পের কৃষি বিভাগকে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে দর্শনা কেরুজ শ্রমিকরা মানববন্ধন করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৩ অক্টোবর) সকাল ১১ টার দিকে দর্শনা কেরুজ জেনারেল অফিসের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্টিত হয়। এ মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করে কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর জি এম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া, ডি জি এম সম্প্রসারণ মাহবুবুর রহমান, কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী, সাবেক সাধারন সম্পাদক মনিরুল ইসলাম পিন্স সিডিএদের সমন্বয়ক সাহেব আলী শিকদার, সিডি এ এ এস এম কবির, সাইফ উদ্দীন, মাঈন উদ্দীন আহম্মেদ, সাকী মাহমুদ, আঃ কাদের, মইনুর রহমান শাওন, শরিফুল ইসলাম, সোহেল রানা, আরিফুর রহমান, জুলফিকার আলী, সাইফুল্লাহ, মুকুল হোসেন, আসাদুজ্জামান, দেলোয়ার হোসেন, মাহবুবুর রহমান, ফরহাদ খান, জাহাঙ্গীর হোসেন।

এ মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, চিনিশিল্পকে লাভবান খাতে নিয়ে যেতে হলে কৃষি বিভাগকে রাজস্ব খাতে নিয়ে যেতে হবে। এ দাবি আমাদের যৌতিক দাবি। এ দাবি না মানলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবো।বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের অধীনস্থ চিনিকল সমূহের কৃষি বিভাগকে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কৃষি বিভাগকে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে স্থানান্তর করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে আওতাভুক্ত করতে হবে। কৃষি বিভাগকে কর্মরত কৃষিবিদ ডিপ্লোমাসহ সকল ইক্ষু উন্নয়ন সহকারী সিডিএ সি আইসিদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত করে ইক্ষু সম্প্রসারণ উইং গঠন করতে হবে।এ মানববন্ধন অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা ও সমাপ্তি করেন সমন্বয়ক ও সিডিএ হারিজুল মেম্বার।

গাংনীতে আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস পালিত

“সংঘাত নয় ঐক্যের বাংলাদেশ গড়ি” শ্লোগান নিয়ে গাংনীতে আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে মানববন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল ১০ টার সময় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদ গেটের সামনে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গাংনী এরিয়া অফিসের সহায়তায় পিস ফ্যাসিলেটর গ্রুপ (পিএফজি) এই মানববন্ধন ও সমাাবেশের আয়োজনে।

মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন পিএফজির গাংনী উপজেলার শাখার সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক।

পিএফজির সদস্য ও করমদি ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম পল্টুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে জাতীয় কন্যা শিশু এ্যাডভোকেসী ফোরামের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো, জাতীয় পাটির গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি কিতাব আলী বিএসসি, গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গাংনী এরিয়া সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীন।

মানববন্ধনে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন), পিএফজি ও ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

মানববন্ধনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিস ফ্যাসিলেটর গ্রুপ (পিএফজি)’র সমন্বয়কারী সাংবাদিক রফিকুল আলম বকুল।

উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের ১৫-ই জুন জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ২ অক্টোবর কে বিশ্বে, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহানুভূতিশীলতা এবং অহিংসার সংস্কৃতি সুরক্ষিত করতে আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস হিসেবে ঘোষনা করা হয়। এরপর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দিবসটি উৎযাপিত হয়ে আসছে। “সংঘাত নয় ঐক্যের বাংলাদেশ গড়ি ” শ্লোগানকে সামনে রেখে ২০১৭ সাল থেকে পিস ফ্যাসিলেটর গ্রুপ (পিএফজি)’র মাধ্যমে সারাদেশে আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস পালন করে আসছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট। এরই

ধারাবাহিকতায় পিএফজি, সুজন ও ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারসহ বিভিন্ন সংগঠনের অংশগ্রহণে মানববন্ধন ও শান্তি পদযাত্রাসহ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে এ বছর দেশব্যাপী উৎযাপিত হচ্ছে।

এক দফা দাবিতে গাংনীতে প্রাথমিক শিক্ষকদের মানববন্ধন ও সমাবেশ

শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নিসহ বেতন বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে সহকারি শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড ও প্রধান শিক্ষকদের ৯ম গ্রেড বাস্তবায়নের এক দফা দাবিতে গাংনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের উদ্যোগে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৪টার পরে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে এই মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আক্তারুজ্জামান বকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান বকুল।

রোকনুজ্জামান পলাশের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ধানখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকবুল হোসেন, খড়মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইদুল ইসলাম, করমদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইব্রাহিম খলিল, সাহারবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকলেছুর রহমান, এবাদৎখানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাওছার আলী, হিজলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমতাজ শিরিন, বালিয়াঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক রাকিবুল ইসলাম, বালিয়াঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মাসুদ ইখতিয়ার, দিঘলকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক

আব্দুর রহিম, হাড়িয়াদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক লাবনী খাতুন, কুঞ্জনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক জহুরুল ইসলাম, কাথুলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক আসিফ আহমেদ প্রমুখ।

শিক্ষকদের দাবি ১৩তম গ্রেড এর বেতন স্কেল তাদের জন্য চরম বৈষম্যের। এই গ্রেডে চলতে পারে না একজন শিক্ষকের সংসার। মাত্র ১৫ দিনের মতো চলার পর তাদের ধার দেনা করে চলতে হয়। যে কারণে ১০ম গ্রেড বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি। এই দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলমান থাকবে।

পরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মো. ইউনূস এর বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন তারা।

মেহেরপুরে প্রাথমিক শিক্ষকদের মানববন্ধন

“শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতিসহ সহকারী শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড ও প্রধান শিক্ষকদের ৯ম গ্রেডে বেতন নির্ধারিত করতে হবে ও প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রাণের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে স্মারকলিপি প্রদান ও মানববন্ধনে আয়োজন করা হয়েছে।

আজ বুধবার (২ অক্টোবর) বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের সামনে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও সদর উপজেলা শাখার উদ্দ্যোগে স্মারকলিপি প্রদান ও মানববন্ধন আয়োজন করা হয়।

এ সময় মানববন্ধনে বক্তব্য প্রদান করে সহকারী শিক্ষক শফিকুল ইসলাম মিন্টু, আজহার আলী, আরিফুল ইসলাম, ইনজামুল হক, বিজলী খাতুন, মীর সাদিক, মিনারুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর হোসেন, জাহাঙ্গীর আলম, শাহানা ফিরদৌস, আসাদুল হক সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আকাশ কুমার কুন্ডু কাছে মানববন্ধন উপস্থিত শিক্ষকরা স্মারকলিপি প্রদান করেন।

দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির আয়োজনে মানববন্ধন

দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির আয়োজনে দৈনিক আমারদেশ পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশক মাহামুদুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি ও মিথ্যা মামলার দাবিতে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২ অক্টোবর) বিকাল ৫ টার দিকে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে সাংবাদিকরা এ মানববন্ধন করেছে।

দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক ওসমান আলী, সাবেক সভাপতি দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান ধীরু, সাবেক সভাপতি আওয়াল হোসেন, দৈনিক সংগ্রামের চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি এফ এ আলমগীর হোসেন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজুহা পলাশ, ভোরের আকাশের চুয়ডাঙ্গা প্রতিনিধি শিরিন জামান, জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সাবেক সভাপতি ফয়সাল মাহাতাব মানিক, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারন সম্পাদক আহসান হাবীব মামুন, নজরুল ইসলাম, গণ উন্নয়ন গ্রন্থকারের পরিচালক আবু সুফিয়ান, হাসমত আলী, ইমতিয়াজ আহম্মেদ রয়েল, ফরহাদ হোসেন, ওয়াসিম রয়েল, আব্দুল হান্নান, আরিফুল ইসলাম মিলন, সাব্বির আলিম প্রমুখ।

এ সময় দর্শনা, দামুড়হুদা ও জীবননগর প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা বক্তব্য বলেন, আমারদেশ পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশকের ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিঃশর্ত মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান।

এ মানববন্ধনটি পরিচালনা করেন দর্শনা সাংবাদিক সমিতির সাধারন সম্পাদক হানিফ মন্ডল।

মুজিবনগরে প্রাথমিক শিক্ষকদের মানববন্ধন

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি’, মুজিবনগর উপজেলা শাখার উদ্দ্যোগে “শতভাগ পদোন্নতিসহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড ও প্রধান শিক্ষকদের ৯ম গ্রেড” বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধন ও প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারক লিপি করেছে মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।

আজ বুধবার বিকালে বৈষম্য নিরসনে প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন সমন্বয় পরিষদের আয়োজনে, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সামনে এ মানববব্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

ভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক চাঁদ আলীর সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও ভবানীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারন সম্পাদক ও গোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আলমগীর হোসেন, আনন্দবাস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফারুক হোসেন, বাগোয়ান দক্ষিনপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আরিফুল ইসলাম, গোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বক্তিয়ার উদ্দীন প্রমুখ।

মানববন্ধনে মুজিবনগর উপজেলার সকল প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১ শত জন শিক্ষক-শিক্ষিকারা অংশ নেয়।
মানববন্ধন শেষে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দাবি সম্বলিত একটি স্মারক লিপি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর প্রদান করা হয়।

দর্শনায় প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দীনের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা মেমনগর বিপ্রদাশ মাধ্যামিক বিদ্যালয়ের দৃর্নীতিবাজ প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দীন আহমেদের বিরুদ্ধে অর্থ আত্নসাতের নিরিক্ষা ও তদন্তের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২ অক্টোবর) সকাল ১১ টার দিকে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে ছাত্র ছাত্রীরা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

শিক্ষার্থীরা এ সময় বলেন, চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের এমপি আলী আজগার টগরের যোগসাজশে স্কুলের বিভিন্ন ফান্ডের টাকা আত্নসাত করেছে বলে ছাত্র ছাত্রীরা অভিযোগ করেন। এমপির দাপটে ল্যাবের ভিতরে ছাত্র ছাত্রীদের ভিতরে ঢুকতে দেয়নি। প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দীনের বিরুদ্ধে ছাত্র ছাত্রীরা বলেন স্কুলের বিভিন্ন বাজেট আসে সে সব টাকাও আত্নসাত করেছে বলে অভিযোগ করে।এ সব দৃর্নীতিবাজ শিক্ষককে তদন্ত পৃর্বক ও প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগের দাবিতে মানববন্ধন করে ছাত্র ছাত্রীরা। পরে ছাত্র ছাত্রীরা দর্শনা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদিক্ষন ও বিক্ষোভ মিছিল করে।এ মানববন্ধন আয়োজন করে প্রক্তন ও অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীরা ।

এ বিষয়ে মেমনগর বিপ্রদাশ মাধ্যামিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দীনের সাথে যোগাযোগ করা হলে মুঠো ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে মেমনগর স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক একরামুল হক বলেন,অর্থ আত্নসাতের বিষয় তদন্তের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। এছাড়া জেলা শিক্ষা অফিস ডিসি অফিস ও প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্বারকলিপি প্রদান করেছি।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা মাধ্যামিক শিক্ষা অফিসার এস এম বজলুর রশিদকে কয়েকবার ফোন দিলেও ফোন রিসিভ করেনি।

[redacted]

[redacted]